কাঁকড়া

সসীম কুমার বাড়ৈ

মাতলা ফুঁসছে। আকাশের মেঘ আর মাতলার চেহারা ছরু মি'য়ার বুকে ভয় ধরিয়ে দেয়। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বাড়ি ফেরার কথা। সাহস হয় না। ছুরু মি'য়া পাউকার মুখ ঘুরিয়ে দেয় নালার ভিতরে। সে একাই বৈঠা ফেলছে। ছপাত-ছপাত। দু'টি মাত্র প্রাণী। সে আর তার বউ মুন্নেসা বিবি। অন্যসময় মাঝে মাঝে তার সাথে হাফিজুর লস্কর। একই পাড়ায় বাড়ি। হাফিজুর একটু আধটু লেখাপড়া জানে। আর পাড়ার মাতব্বরিও করত মাঝে মাঝে তখন ফজলে মাস্টারের সাথে খুব ভাব। ফজলে মাস্টারের পিছন ঘুরঘুর করত। মধ্যে কিছুদিনের জন্য উধাও হয়ে গেছিল হাফিজুর লস্কর। ফিরে এসেছিল একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায়! সেই থেকে ছেলেটা কেমন বোবা বনে গেল। খবর এসেছিল সাতজেলেতেও, সাজিদপুরে ভেড়ি দখলের লড়াইয়ে খুন হয়েছে সাতজন। মৃতদের মধ্যে মালিক পক্ষের কেউ ছিল না। যারা খুন হলো তাদের গায়েই সেঁটে গেল সমাজ বিরোধীর তকমা, এবং গণধোলাই। পুলিশ ও খুঁজে পেল না খুনিদের। পরপরই ফজলে মাস্টার পার্টিতে একটা উঁচু পদ পেয়েছিল। হাফিজুরকে রাজনীতির কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে–ওয়াক থুঃ! গা গুলিয়ে ওঠে, অন্য কথা বল মাঝি।এবার

হাফিজুর মি'য়া আসেনি। ক্যানিং গেছে দাওয়াত খেতে। বড় খালার মেয়ের বিয়ে। নালার ভিতর অনেকটা ঢুকে একটা খাঁড়ি। খাঁড়ির পাড়ের একদিকে এক ঝাড় হে'তাল। আড়ালে লাগি পুঁতে পাউকাখানা বাঁধে ছুরু। মায়াদ্বীপ অন্ধকারে ডুবে গেছে। কয়েক ঝাপটা হাওয়ার পর আকাশ আস্তে আস্তে ফর্সা হয়ে ওঠে। মায়াদ্বীপের গরান গাছের মাথায় ওঠে– পঞ্চমীর চাঁদ।

মাঝি একটু খাইয়া লও দিকিনি-মুন্নেসা হাঁড়ি থেকে জলভাত বের করতে বলে-

কি খামু?

ক্যান, দুপুরের ভাত আর কাঁকড়ার ঝোল।

লণ্ঠনটা জ্বলছে দুরু দুরু বুকে। লণ্ঠনের আলোয় পাটাতনের উপরে থালা রেখে তারা খাওয়া সারে। খাওয়ার পর মুন্নেসা গা ছেড়ে দেয় ক্লান্তিতে। সারাদিন কাঁকড়া ধরার যা ধকল। চোখ বুজে আসে। মুন্নেসা পাটাতনের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। ছরুও ঘুমালে চলবে না। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির। জেগে থাকতে হবে। কলকেতে আগুন দিয়ে হুকা টানতে থাকে। খুশি খুশি ভাব, কাঁকড়া পেয়েছে ভালই। মায়াদ্বীপের জঙ্গল অদ্ভূদ নিস্তব্ধ। রাত্রির ক্লান্তি আসে। হঠাৎ বন কেঁপে ওঠে- হালুম, হালুম কোয়াক কোয়াক, একঝাঁক পাখির পলায়ন! মুন্নেসার ঘুম ভেঙ্গে যায়। জাপটে ধরে ছরুকে। ছরুর বুকে উত্তাপ বাড়ে। মনে পড়ে যায় দুপুরের কথা-

দ্যাখো মিঁয়া এই গর্তে এ্যাকজোড়া কাঁকড়া আছে। ঝুরি কাদায় নামিয়ে ছরু মাথা নিচু করে দেখে– কি করে বুঝলি?

তুমি মিঁয়া এখনও আগের মতনই আছ। অ্যাতদিন কাঁকড়া ধরলা। দ্যাখো, এই পায়ের ছাপটা মর্দ্দা কাঁকড়ার। বুক চাপা হালকা ছাপ মাইয়া কাঁকড়ার। আর গর্তটা দ্যাখো জোড়াটা খুউব বড় হবে। মুন্নেসা শিকের বর্শিও মুখটা গর্তে ঢোকায়! শিকটা প্রায় পুরোপুরি ঢুকিয়ে গর্তেও গায়ে চাড় দিয়ে সুরুৎ করে টেনে আনে এক জোড়া কাঁকড়া। ছরু মিয়ার চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে। প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। পা দুটো এক হাঁটু কাঁদায় জবজবে গেড়ে আছে যেন।

আরে মুনু তুই তো কিল্লামাত করাইয়া দিলি। হংকং বাবুরা এক একটা দাম দিবে কুড়ি পঁচিশ টাকা। রাক, রাক, ঝুড়িটায় রাক।

মুন্নেসা কথা বলে না। কাঁকড়া জোঙার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মর্দ্দা কাঁকড়ার অন্যটাকে বুকে বুক রেখে দাঁড় দিয়ে আঁকড়ে রয়েছে। ছাড়ার কোনো তাগিদ নেই।

কি হল। রাক।
না। ছাইরা দিব।
কস কি?
দ্যাখছ না, এদের অ্যাখন সেয়াদের সময়। এই সময় এ্যাদের ধরলে বনবিবি গোসা করবে যে, আর কত কত গুঁড়া কাঁকড়া হবে জানো। এরা মরলে আমাগো প্যাট বাঁচবে না। ছরু কথা বাড়ায় না। মুন্নেসা কাঁকড়া ধরা, কাঁকড়ার জীবন সম্বন্ধে অনেক বেশী বোঝে। তার মনেও কেমন একটা দুর্বলতা জন্মায়। মুন্নেসা নিজের খেয়ালে কোমরে জড়ানো তামার তারটা খুলে নেয়। ফকিরের দেওয়া। ওদের কোন ছেলেমেয়ে নেই। তানপুরার গুনে নাকি মুন্নেসা মা হতে পারবে। ঘরময় ঘুরঘুর করবে একটা ছোট্ট ছেলে। মুন্নেসা তামার তার থেকে দু'টুকরা ভাঙে। বাঁশের চিমটা দিয়ে চেপে ধরে এক একটা, কাঁকড়ার বড় দাঁড়ে তার পেঁচিয়ে দেয়। ছরু মি'য়ার মনে পড়ে যায় সাদির সময় বহু কষ্টে দু'আনার সোনার আংটি দিয়েছিল মুন্নেসাকে। সোনা বলতে ঐটুকুই। সব মেয়ের সোনার উপর একটা অন্ধ আদিম দুর্বলতা থাকে, আর মুন্নেসার কাছে আংটিটা ছিল বড় সোহাগের। সে বার বানের জলে ভেসে গেল তাদের সবকিছু, আর পেটের দায়ে মুন্নেসার আংটিটা।
হাসি মুখে নিজেই দিয়েছিল। কিন্তু ছরু ভিতরের কান্নাটা দেখতে পায়। দ্যাখো মিয়া কাঁকড়া জোড়ারে আংটি পরিয়ে দিলাম। চল মাতলার পানিতে ছাইরা দেই। ছরু কথা বাড়ায় না।
ছরু মুন্নেসাকে আরও বুকের কাছে টেনে নেয়। না মি'য়া ছাইরা দেও। বেগুনা হ-হবে। নৌকার উপর একাজ করলে বনদেবী আমাগো অমঙ্গল করবে। ছাড়ো, দেবী কিন্তু সব দ্যাখছে। কিন্তু ছরু মিয়ার বুকে তখন জোড়া কাঁকড়ার আগুন। নৌকা দুলে ওঠে। আর নেচে ওঠে খাড়ির জলতরঙ্গ।

দুই

ছরু তুই হারামের কাজ ছেড়ে দে। আমরা হলাম আল্লার বান্দা। আমাদের কাঁকড়া খাওয়া নিষিদ্ধ। কিতাব তো পড়িসনি, জানবি কি করে। আচ্ছা ছরু তোরা অন্য কাজ তো করতে পারিস। সামান্য ক'টা টাকা পয়সার জন্য শয়তানের বান্দা হবি– ছরুদের মাটির দাওয়ায় বসে ছগন আলি তাকে বোঝাচ্ছিল। স্থানীয় মসজিদের মাতোয়ালী, উত্তর থেকে এসেছে। তার কথায় ছরুর মনে ভয় জন্মায়।

গোলপাতার ছাউনী দেওয়া ঘর ছরু মুন্নেসার। বাঁশের চাটাই এর বেড়া,দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছগন আলির কথাগুলো শুনছিল মুন্নেসা, ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করে বাঁচব ক্যামনে। কাঁকড়া ধরার আগে নসু সেখদের জমিতে খেত মজুরী খাটতাম। প্যাট বাঁচেনি। সামান্য জমিটুকু প্রথমে পরল বন্ধক, পরে পুরোপুরি কবলা, নসু সেখরা গ্রামের আরো অনেকের জমি কিনে মাছের ভেড়ি বানাইছে। বি. এল. আরও বাবু আসেন মাঝে মাঝে ভেড়ি দেখতে। তাদের খুউব খাতির, ধান জমিতে ভেড়ি হল আর দাদন এখন সমান সমান। চিংড়া বিদেশে যায়। হুজুর তখনও এখানে ছিলেন। কিছুই কন নাই। আর কবেনই বা কি কইরা, নসু সেখদের বাড়িতে আপনারেও তো খাতির কম নাই। কিন্তু কিছু বলতে সাহস পায় না। ছগন আলি চোখের সামনে তো কম সংসার ভাঙেনি । তার চলা ফেরা বড় রহস্যময়।
চলিরে ছরু। আল্লার বান্দা হয়ে আল্লার দুসমনি করিস না, বেপদ হবে। সেরফানখান গলায় এক প্যাঁচ দিয়ে চলে যায় ছগন আলি।
বৈশাখে রেশ জাঁকজমক করে বনবিবির পূজা হয়। গ্রামের পশ্চিমদিকে মাতলার পাড়ে বনবিবির বাথান। হোগলা পাতার ছাওয়া দোচালা মন্দির। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই বনবিবির পূজা দেয়। হিন্দুরা দেয় ফলমূল আর মুসলমানরা সিন্নি। বনের দেবী বনবিবি। মাউলি এবং জেলেজোতাদের

কাছে বড় জাগ্রত দেবী! বাঘের থাবা থেকে বেঁচে আসা নাড়ু ঢালিকে নাকি সাক্ষাৎ বনবিবিই বাঁচিয়েছে, সে এক কাহিনী ! দলের থেকে
নাড়ুকে টেনে নিয়ে গেল দক্ষিণরাই। বাকিরা প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। হঠাৎ সারা বন আলোয় আলোময়, তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম, বাঘ বেচারিরও একই অবস্থা আর কি ! কিছুক্ষণ পর আলো মিলিয়ে গেল, বাঘ নেই। নাড়ু রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। মানুষের জীবনের বড় মায়া। বনবিবির পূজার ধুমধাম ও বাড়ে। পূজো উপলক্ষে সাতজেলে আর আশেপাশের গ্রামের প্রচুর মানুষ জড়ো হয় বাথানে। পাঁচু সরদার এ তল্লাটের একাধারে মহাজন ।আর নৌকোর মালিক। ডিঙ্গি আর পাউকা মিলিয়ে নাও আছে খান বিশেক। সেও এসেছে।
ছরু মুন্নেসা আর হাফিজুর লস্করকে নিয়ে এবারও তিনজনার দল। যদিও ছরু তাদের বড় মাঝি, কিন্তু মুন্নেসা এদের চালায়। ছগন আলির মোটেই সেটা পছন্দ নয়, সাতজেলে থেকে অনেকগুলো দল যায় চামটা বা মায়াদ্বীপে কাঁকড়া ধরতে। অন্যদের সাধারণত সাত আট জনার দল। পাঁচু সরদার পূজোর মধ্যেই মহাজনি কারবার সেরে নিচ্ছিল।
অ ছরু কাঁকড়া ধরতে যাবিনি?
হ খুড়ো। এবার একখান ডিঙ্গি দিও দিকিনি।
ডিঙ্গি লিবি, দাদন লিবিনি?
ছরু মুন্নেসার দিকে তাকায়। পাঁচুর অভিজ্ঞ চোখ এড়ায় না। তাদের চোখের চাহনি। ছরুরা আজকাল আর অনেক সময় তার কাছ থেকে দাদন নেয় না। কাঁকড়া শিকারি গ্রামে হংকং, জাপানী বাবুদের আনাগোনা। তারাই দাদন দেয়। সুদের হার অনেক কম, এবং দাদনের পরিমাণ ও অনেকটা। শর্ত একটাই– মাথায় কাঁকড়া চাই, প্লেনে চড়ে হংকং, জাপান, মারয়েশিয়া পাড়ি দিচ্ছে কাঁকড়া। ডলারের ছোঁয়া লেগেছে কাঁকড়া শিকারিদের জীবনেও। এখন সমুদ্রে কাঁকড়া ধরার অনেক নতুন হাত। হংকং বাবুরা বড় কাঁকড়া বেছে নেওয়ার পর ঝড়তি পড়তি কাঁকড়া যায় ক্যানিং আড়তে। তাও দালাল, ফড়িয়া আড়ৎদার, হয়ে খদ্দের, পাঁচুদের একটা চাপা রাগ আছে হংকং বাবুদের উপর, কে সহ্য করতে পারে ব্যবসার সতীনদের?
ডিঙ্গি লিবি ঠিক আছে। ডিঙ্গিও ভাড়া পড়বে দুশো টাকা। আগাম পঁচিশ।
অন্যদলের বড় মাঝি যতীন গড়ুই, তাদের কথা শুনছিল। তাদের ভাড়া ডিঙ্গি দরকার। তার কানে টাকার পরিমাণটা ধাক্কা খায়– কও কি খুড়ো? আগের শোনে ডিঙ্গি ভাড়াতো নিলা দেড়শো টাকা করে?
হ ঠিকই কইছিস! আমাগো কথাও একটু ভাবইও কচি। শালের দাম ক্যামন আকাশ ছোঁয়া। প্যাট তো আমাগো ও আছে না কি? ডিঙ্গি
লাগলে নিবি, না লাগলে নিবি ক্যানে। তোমাগো আইজকাল অনেক মাথা আছে।
দোনি ফেলে ছরু মাঝি গলুই-ও উপর বসে আছে। দূরে দূরে বেশ কয়েকটা ডিঙ্গি মায়াদ্বীপ ঘিরে রেখেছে। সাতজেলে থেকে আসা জেলেরাই বেশী অমাবস্যার কাঁলে কাঁকড়া পড়ে বেশী। জোয়ারে জলে গর্তেও কাঁকড়া বেরোয় খাবারের খোঁজে। পেটই আসল কথা, কাঁকড়ার জীবনেও ব্যতিক্রম নেই, শুধু খাবারের জন্য কাঁকড়া কাঁকড়াদের খুন করে না, যা মানুষ করে।
বাঁচার সঞ্চয়ের লড়াইতো প্রাচীন ব্যাধি। এক একটা মনান্তর নাকি খাদ্য ঘাটতি থেকে নয়, উদ্বৃত্ত থেকে। কাঁকড়ারা অত সব বোঝে না, খাবারের গন্ধ পেলেই সুড় সুড় করে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। লম্বা নাইলন দড়ি থেকে এক দেড় হাত অন্তর ঝুলে থাকে টোপ। ফাঁসে আঁটা শুঁটকি মাছের টুকরো। কাঁকড়ার প্রিয় খাদ্য মরণ ফাঁদ, মাঝে মাঝে ভাবি। বাঁশের সাথে দড়ির একটা দিক বাঁধা, অন্যদিকে ডিঙ্গি। এক দেড় ঘণ্টা পর পর দোল তোলে ছরুরা। ডিঙ্গির দিকে দড়ি আস্তে আস্তে তোলে। লোভী কাঁকড়াগুলি দাঁড় দিয়ে শক্ত করে কামড়ে থাকে টোপের দড়ি। টোপের ভার থেকে জেলেরা হাতে টের পায় কোনটায় কাঁকড়া আছে আর কোনটায় নেই। ডিঙ্গির কাছে আসতে ছাঁকনী জাল দিয়ে ছেঁকে

তুললেই হল। বেশ কয়েকবার দোন তুলছে ছরু মিয়া। কাঁকড়া পড়ছে না একদম, গলুই -এ ছরু মাঝি গুম মেরে বসে আছে।, হাফিজুর খাল থেকে জল সেচতে সেচতে বলে– মাঝি গোসা করছ ক্যানে?

ছরুর কোনো ভাবান্তর হয় না। চুপচাপ বসে থাকে। ডিঙ্গির গায়ে জল ভাঙা ডেই। ছলাৎ ছলাৎ। সন্ধ্যা নেমে এলো। সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়া হল প্রায় নিঃশব্দে। মুন্নেসার বুকে শঙ্কা বাড়ে। বাড়ি থেকে আসার আগে ছগন আলি এসেছিল। দূরে ডেকে নিয়ে কি সব ফিসফিস করে বলছিল ছরুকে। ছগন আলিকে দেখলে মুন্নেসার বড় ভয় হয়। লোকটার চোখ দুটো কেমন সরীসৃপ-শীতল।

আলো আঁধারে মায়াদ্বীপ বড় রহস্যময়। আঁধার ভেঙে হঠাৎ শোরগোল ওঠে। হাফিজুর... হাঁক দেয়-পালান মাঝি, কি হইছে?
নায় বাঘ পড়েছে ! বাঘ !
কার নায় ?
সতু খুড়ার নায়। গনাওে নিয়া গেছে।
পাপে দ্যাশটা ভরে গেছে। দক্ষিণরাই কাউরে ছাড়বে না– ছরু মিয়া বিড় বিড় করে কি সব বলে।
দাওয়ায় ভাত দিতে দিতে মুন্নেসা ছরুর দিকে তাকায়–মাঝি। তুমি রাগ করছ ক্যান।
তুই বুঝিস না। হাফিজা হারামিটার সাথে তোর অত পিরিত ক্যান।
মাঝি কও কি? আল্লার কছম, ইসব কথা মাথায় এনো না।
মুই কই? সব্বাই কয়। তলে তলে রস খাও, ভাবো চ্ছাট বুঝি না।
ছগন হুজুর তোগো পিরিতের কথা সব কইছে।
তুমি ছগন আলির কথা বিশ্বাস কর?
কি কইলি মাগি, ছগন হুজুর মিথ্যাবাদী। তুই সতি, না। তোরে তালাক দিলাম।
মাঝি ইসব মিথ্যা, সব মিথ্যা মুন্নেসা ডুকরে কেঁদে ওঠে।
হ তোরে তালাক দিলাম। তালাক-তালাক-তালাক। তিন তালাক দিলাম। বাড়ি থাইক্যা বেড়িয়ে যা। তালাক শব্দটা চারদিকে ধ্বণিত হতে থাকে। মুন্নেসা বিবির কানের ভিতর থেকে
গভীর ভিতরে। ছরু মিঁয়ার মনের গভীরে... ।

তিন#

ও মাঝি চুপচাপ বসে আছ ক্যানে–?
পা দু'টো ছড়িয়ে মাথা নিচু করে বসেছিল ছরু মিঁয়া। পাশেই শিক আর ঝুড়ি। দু'একটা ছোট কাঁকড়া। মাথা তোলে– অ তুই ! বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে মুন্নেসা। পরনে সবুজ ডোরাকাটা শাড়ি। নিজেকে সামলে নেয়– এ্যামনিই বইসা আছি।
আরে তোমার হইছে কি? পায়ের পাতা যে রক্তে ভাইসা গ্যাছে ।
না অ্যামন কিছু হয় নাই । গজলায় চিরে গ্যাছে।
দাঁড়াও মাঝি, বনসুলির পাতার রস দিয়া দেই। সেরে যাবে।
না, না, তুই ক্যানে দিবি।
ক্যানে মাঝি, মোর উপর তোমার রাগ এখনও পড়ে নাই– ছরুর বুকের মধ্যে মোচড় দেয়। বুকের যন্ত্রণাটা বাড়ে। মুন্নেসার সাথে কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। রাগ ভাঙতেই মনে হয়েছিল মুন্নেসা ছাড়া তার আর কে আছে। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে ! ছগন মাতোয়ালীর রায়–তালাক শারিয়ত অনুসারে হালাল। মুন্নেসা তখন তিনমাসের পোয়াতি। পেটে মায়াদ্বীপের সন্ত ান। কোন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়িতে উঠেছিল। তারাই হাফিজুরকে অনেক বুঝিয়ে মুন্নেসার

সাথে বিয়ে দিয়েছে। হাফিজুর ও কি কম চেষ্টা করেছে– ছগন আলির মত পাল্টানোর জন্য ছগন আলির এক কথা–তোরা কি চাস আমি খোদার আইনের বিরোধিতা করি? তালাকের পর ছরুর এই প্রথম কাঁকড়া ধরতে আসা । অভাবী শরীরও আর টানে না। বনসুলির পাতা হাতে ঘষে মুন্নেসা ছরু মিঁয়ার কাটা জায়গাটায় চেপে ধরে–

অ্যাখন আর কাঁকড়া ধরতে আসো না ক্যান মাঝি?

কি করমু কাঁকড়া ধরে? কোনরকম বাঁচলেই তো হইল।

না মাঝি তোমার শরীরটা একদম পড়ইয়া গ্যাছে। একটা সাদি কর। ভাল দেখে একটা মাইয়া আইনবা, দ্যাখাশুনা করতে পারবে।

ছরু অসহায় দুষ্টিতে মুন্নেসার দিকে তাকায়।

মাঝি পোলাটাওে দেখতে গ্যালা না তো একদিনও। ছোট মাঝি তো কয়, ও তোমার পোলা। ছরুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

তা মাঝি কার সাথে আইছ?

সতু মাঝির নায়।

কাঁকড়া তো ধরতে পার নাই একটাও ! দাঁড়াও তোমারে কয়টা কাঁকড়া দেই। মুন্নেসা বাঁশের চিমটা দিয়ে কাঁকড়া তুলতে গেল জাল থেকে। না থাউক্ । তুই ক্যানে আবার দিবি।

মোর কাঁকড়া নিবা না মাঝি ? আচ্ছা চলো এক সাথে কাঁকড়া ধরি।

গর্ত থেকে মুন্নেসা এক একটা কাঁকড়া ধরে। ছরু মাঝো ঝুড়ি এগিয়ে দেয়। হাঁটতে হাঁটতে একটা গরান গাছের গোড়ার আসে। ঢালএত বড়সড় একটা গর্ত। মুন্নেসা শিক ঢুকিয়ে দিয়েই টেনে তোলে মস্ত বড় একটা কাঁকড়া। জানো মাঝি গর্তে আরো একটা কাঁকড়া আছে। ছরু মিঁয়ার কানে সে কথা যায় না। চোখের সামনে কাঁকড়াটা দাঁড়া উঁচু করে রয়েছে। দাঁড়ার গোড়ার দিকে তামার তার বাঁধা। একটু একটু শ্যাওলা ধরেছে। দ্যাখো মাঝি এই কাঁকড়ার দাঁড়ায় তামার আংটি পরানো, মুন্নেসা কাঁকড়াটাকে এন আগেরটার পাশে রাখে । দু'জনার চোখ স্থির হয়ে যায়। চেনা গরান গাছের নীচে কাঁকড়ার ঘর, তারা কাঁকড়া দু'টোকে ছেড়েছিল মাতলার জলে। খেলাচ্ছলে ছরু পাগলের মতো মুন্নেসার হাত জড়িয়ে ধরে। মায়াদ্বীপের নিস্তব্ধতা ভাঙে তার জড়ানো স্বরে... মনুবিবি মোর ঘরে ফিরয়া আয়... ।

তুমি ক্যানে মোরে তালাক দিলা মাঝি– মুন্নেসার বুক ভেঙে যায় উথলে ওঠা কান্নায়। ছলাৎ জল ভাঙছে মাতলার পাড়ে !

লেখক পরিচিতি দেখতে এখানে টোকা মারুন